মেহেরপুরে হেরোইন মামলায় মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মতিয়ার রহমান নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

দন্ডিত মতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় সে পলাতক ছিল।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন। আটকের দিন থেকে তার সাজার মেয়াদ শুরু হবে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৩ সালের ৬ আগস্ট র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) গাংনী ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদে বামন্দী পেট্রোল পাম্পের কাছ থেকে মতিয়ার রহমান কে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের সদস্য বাদী হয়ে ১৯৯০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার সেশন নং-১৪৭/১৩।জি আর কেস নং-৫০৬/১৩। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে আসামি দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। মামলা রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদ কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (XX) XX [redacted] [redacted] X XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

XX [redacted] (XX [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X XXX [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XXX [redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] XXX [redacted] [redacted] (XXXX) [redacted] [redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XXX XXX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XX [redacted] [redacted] [redacted] XXX XXX XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XX(X) [redacted] X(X) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] XXX XXX XXX [redacted] XX XX, [redacted] XX/XX/[redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] XX XXX [redacted] [redacted] [redacted] XXX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

কুষ্টিয়ায় গৃহবধু ধর্ষণ মামলায় প্রতিবেশীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার বটতৈল গ্রামের এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে সালাম মন্ডল (৫৮) নামে একপ্রতিবেশীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন। একই সাথে সাজপ্রাপ্তকে আরও ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত হলেন কুষ্টিয়া জেলার বটতৈল এলাকার মৃত পলান মন্ডলের ছেলে সালাম মন্ডল(৫৮)।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী রাতে গৃহবধুর স্বামী বাড়ীতে না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী অভিযুক্ত সালাম মন্ডল ঐ গৃহবধুর বাড়ীতে ঢুকে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে গৃহবধুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেন। এঘটনায় গৃহবধু নিজেই বাদি হয়ে ধর্ষনের অভিযোগ এনে সালাম মন্ডলের নামোল্লেখ করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক নিশিকান্ত সরকার অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গত ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি এ্যাড. আব্দুল হালিম সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গৃহবধু ধর্ষন দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সালাম মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সাজা খাটার আদেশ দেন আদালত।

গাংনীর নওপাড়ার জোড়া হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল ও তৌহিদুল হত্যা মামলায় ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস রায় দেন।

একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের খেদের আলীর ছেলে বাদল হোসেন, ছহির উদ্দীন চৌকিদারের ছেলে আলামিন হোসেন ও হাসেম আলী।

তবে আদালতে শুধুমাত্র বাদল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।এই মামলায় দোষী প্রমানিত না হওয়ায় ১০ জনকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারী রাত আনুমানিত সাড়ে ৮ টার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত একদল সন্ত্রাসী নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল আলীর বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বাহাজেল আলী ও তার আত্মীয় সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ওরফে তৌহিদ গল্প করছিলেন। সন্ত্রাসীদের দেখে তৌহিদ দৌড়ে পালিয়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ধরে আনার জন্য ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেন বাহাজেল।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাহাজেল আলীকে রামদা দিয়ে কানের উপর কোপ দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরে সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ঘর থেকে টেনে হিচড়ে ভারতীয় নিয়ে যায় ভারতীয় ধলা সীমান্তে। সেখানে তাকেয় গুলি ও জবাই করে হত্যা করে ভারতীয় তার কাটার সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

পরের দিন সকালে ভারতীয় তারকাটা থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এছাড়া বাহাজেলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল ও পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এঘটনায় তৌহিদুলের ভাই আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ৩. তারিখ ০৭/০১/২০০৫ ইং।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ০৮/০৫/২০০৫ ইং তারিখে গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) মেজবাহ উদ্দীন ও আনোয়ার আলম আযাদ ১৩ জনের নামে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাস্ট্রপক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, খন্দকার আব্দুল মতিন ও কামরুল ইসলাম।

কুমারখালীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দর্জির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে হানিফ দর্জি (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হানিফ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে থাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি জেলার কুমারখালী উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের সোলাইমান ওরফে শলক মোল্লার ছেলে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম।

মামলার নথি এবং আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই শিশুটি দরজির দোকানের সামনে খেলা করছিল। সেখানে শিশুটিকে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে দোকানের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করেন আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি।

এ সময় শিশুটি অসুস্থ হয়ে কান্নাকাটি করলে, কাউকে কিছু না জানানোর জন্য শিশুটিকে ভয় দেখান হানিফ। কিন্তু বাড়ি ফিরে শিশুটি তার মায়ের কাছে বিষয়টি খুলে বলে। তাৎক্ষণিক তার মা অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

আরও জানা যায়, এ ঘটনার দিনই শিশুটির বাবা বাদী হয়ে আবু হানিফকে আসামি করে কুমারখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে মামলার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম বলেন, কুমারখালী থানায় দায়ের করা ৯ (১) / ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ ধারায় মামলায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগ সাক্ষ্য ও শুনানি শেষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

এ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একমাত্র আসামি আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। উক্ত টাকা ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করেন আদালত।

মুজিবনগরের চা দোকানী লিয়াকত হত্যা মামলায় তিন জনের যাবজ্জীবন

মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের চা দোকানী লিয়াকত আলী হত্যা মামলায় তিন জন কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও তিন জনকে ১ বছর করে ও বাকীদের বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (২৮ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় প্রদান করেন।

দন্ডিতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের মৃতু অলিয়ত খাঁ’র ছেলে কবিদুল ইসলাম তার সহোদর ভাই মফিদুল ইসলাম এবং মৃতু আবু লায়েস খাঁ’র ছেলে জামাত আলী ওরফে খোকা।

দন্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণীত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যাজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই মামলায় অন্য ধারায় তহুরা খা’র ছেলে লিয়াকত আলী ওরফে দুদু খাঁ, আবু লায়েছে খাঁ’র ছেলে ছোট খোকাকে এক বছর করে কারাদন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত।

চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির বিচার চলাকালিন সময়ে আসামিরা সবাই আদালতে হাজির ছিলেন।
বাকি আসামি মফিদুল খাঁ’র ছেলে মশিউর রহমান, তাছির উদ্দীন, কাবিরুল খার ছেলে সাদিক ও অলিয়ত খাঁর ছেলে আবির হোসেনকে বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারী নিহতের ভাই রিপন হোসেন মামলার আসামি জামাত আলী ওরফে খোকার কাছ থেকে পূর্বের পাওনা ৪০০ টাকা চাইতে গেলে বাক বিতন্ডা হয়। এই বাক বিতন্ডার জের ধরে হামলাকারীরা বিকালের দিকে রিপন হোসেনকে হত্যার উদ্যোশ্যে তার বড় ভাই লিয়াকত আলীর দোকানে বসা থাকা অবস্থায় ধারালো অস্ত্র

রামদা, হাসুয়া রড নিয়ে হামলা করে। হামলা চলাকালিন সময়ে রিপন তার ভাই চা দোকানীর ভিতরে পালিয়ে যায়। এসময় লিয়াকত আলী হামলাকারিদের নিবৃত করতে গেলে তারা প্রকাশ্যে দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করে চলে যায়।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিহতের ভাই মোখলেছুর রহমান বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মুজিবনগর থানার মামলা নং ০২, তারিখ ৯/০১/২০১৬ ইং, ধারা-১৪৩/৩২৩/৩০৭/৩০২/৩৪/১১৪ পেনাল কোর্ড। জিআর মামলা নং ৭/১৬ ইং।

তদন্ত শেষে ২৫/০২/২০১৬ মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মতিউর রহমান মামলার চার্জশীট প্রদান করেন।

রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামিপক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।
আসামি পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করবো।

তবে রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবি কাজী শহিদুল হক বলেন, এই রায়ে আদালতের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট।

কুষ্টিয়ায় হত্যার দায়ে তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বৃষ্টি খাতুন (২০) নামে এক নারীকে হত্যার দায়ে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। রায়ে সেই সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয়।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ন আদালতে আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলো- মিরপুর উপজেলার খয়েরপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ ওরফে মঞ্জু (৩৫), একই গ্রামের আবু মন্ডল ওরফে বগা মন্ডলের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২৬) এবং মৃত হাসেম আলীর ছেলে আশরাফুল আলম (৩৩)। এই মামলায় রায়ে ৯জনকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী বাসসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ১জুলাই সকালে বৃষ্টি খাতুন তার নিজ বাড়ি থেকে খালার বাড়িতে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হন। আসামীরা বৃষ্টি খাতুনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মিরপুর-দৌলতপুর সড়কে চিথরিয়া গ্রামস্থ পাকা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ফেলে রেখে চলে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহত বৃষ্টি খাতুনের লাশ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মিরপুর থানায় নিহতের পিতা আমিন বিশ্বাস বাদী হয়ে ওইদিন বিকেলে তিনজনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক আকতারুজ্জামান ১২জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আজ আদালত এ রায় ঘোষণা করে।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুই সন্তানের জননী ডলি খাতুনকে গলা টিপে হত্যার ঘটনায় স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজকে (৪২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে তাকে কড়া পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ মিরপুর উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে।

কুষ্টিয়া জজ কোটের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মিরপুর উপজেলার পশ্চিম চুনিয়াপাড়া গ্রামে বাহারুল ইসলামের মেয়ে ডলি খাতুনের সাথে ১৪ বছর আগে পারিবারিকভাব বিয়ে হয় একই উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজের।

বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডলির সাথে কামালের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। এর মধ্যেই ডলি মিরপুর থানার তালবাড়ীয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর থেকে ডলি খাতুনের ওপর তার স্বামী কামাল নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে আসাদুজ্জামান কামালের সাথে তার স্ত্রী ডলির কথা কাটাকাটি এবং ধস্তাধস্তি হয়। এর এক পর্যায়ে কামাল তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে।

এ ঘটনায় নিহত ডলির পিতা বাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে একইদিনে মিরপুর থানায় ডলির স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ, তার পিতা সন্টু কবিরাজ এবং মাতা আমেনা খাতুনকে আসামি একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারের পর স্ত্রী ডলিকে গলা টিপে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসাদুজ্জামান কামালকে অভিযুক্ত করে ২০১৯ সালে ২৬ জুন মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আবু বক্কার। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় হোমিও ডাক্তার সানাউর রহমান হত্যা মামলায় চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনার সময় দন্ডপ্রাপ্ত ৪ আসামী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর এলাকার মজিবুর রহমানের লেছে আজিজুর ইসলাম, কুবুরহাট দোস্তপাড়ার সামাদ সর্দারের ছেলে জয়নাল সর্দার, মাদ্রাসা পাড়া এলাকার আজিজুল হক খানের ছেলে সাইফুল ইসলাম খান, দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর এলাকার আব্দুর রহমান ওরফে কালা কাজীর ছেলে সাইজুজ্জিন কাজী।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দি এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ।

মামলার এজাহার সুত্রে জানাযায়, ২০১৬ সালের ২০ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর এলাকার মৃত বজলুর রহমানের পুত্র হোমিও চিকিৎসক সানাউর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মোটর সাইকেল যোগে সদর উপজেলার বটতৈল এলাকার শিশির মাঠের বাগান বাড়ীতে যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে অজ্ঞাত ব্যাক্তিরা তাদের মোটর সাইকেলের গতি রোধ করে দুই জন কুপিয়ে জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই সানাউর রহমানের মৃত্যু হয় এবং সাইফুজ্জামান গুরুত্ব আহত হন।

এই ঘটনায় সানাউর রহমানের ভাই আনিছুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামী করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে দন্ডপ্রাপ্ত ওই চারজনকে অভিযুক্ত করে ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতে মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার মডেল থানার এসআই আজিজুর রহমান।

পরে দীর্ঘ তদন্ত শেষে স্বাক্ষ প্রমানের ভিত্তিত্বে অভিযুক্ত ওই চার আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এদিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলামকে হত্যা দায়ে চাচা ওয়াসিম আলী ও ভাতিজা সিফাত বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সাথে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছে আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন